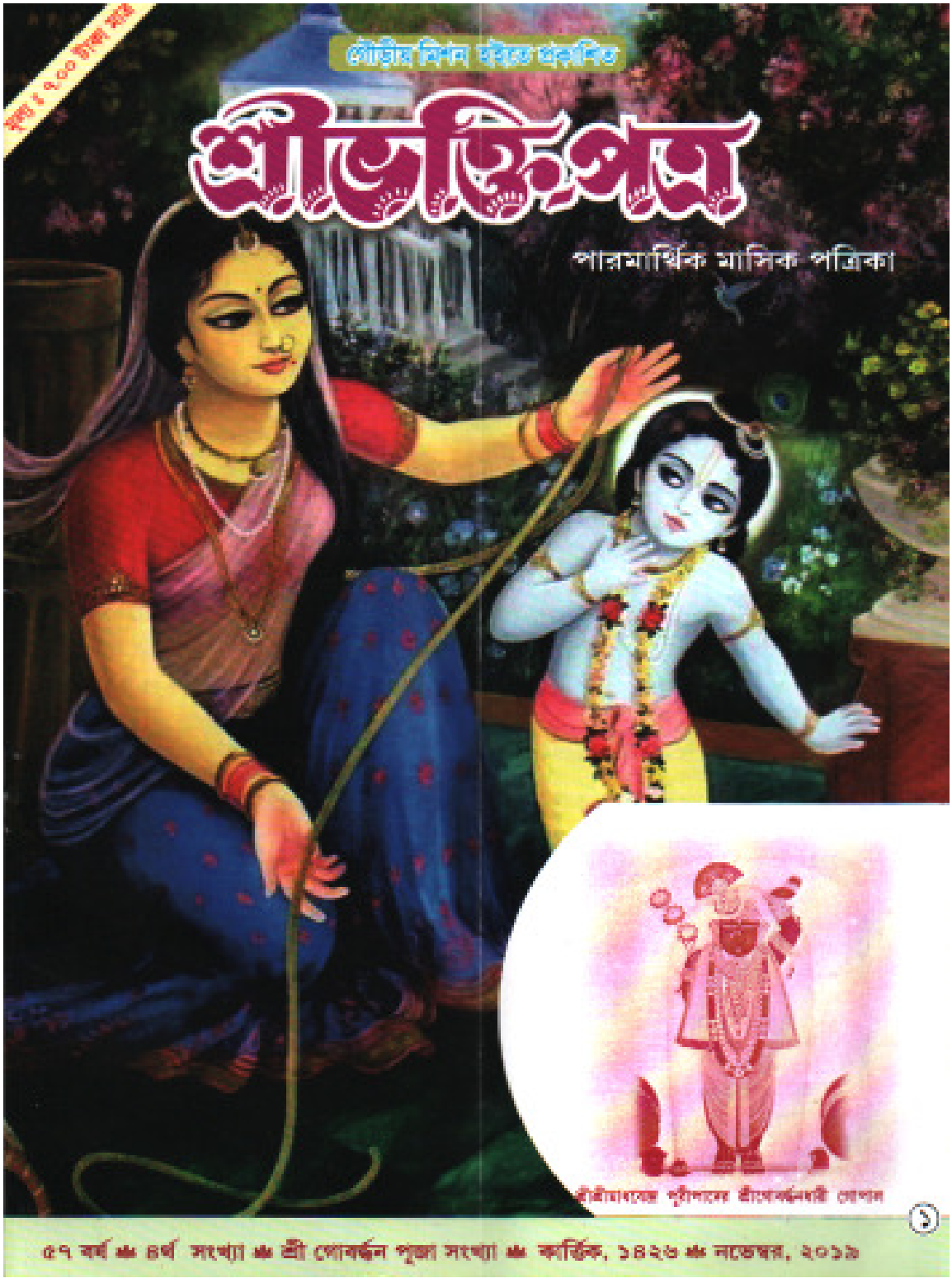

মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র
গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত
শ্রীভক্তিপত্র
পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল
১
৫৭ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রী গোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক, ১৪২৬ ❀ নভেম্বর, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। ভগবান ভক্ত ও ভক্তিবশ	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। নামের হাট	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ	৬
৫। গৌড়ীয় দর্শন	সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ	৮
৬। প্রীতিসন্দর্ভ	সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ	৯
৭। মহারাজ ভগীরথ	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে	১৩
৮। পরাণ উজারি তিঁহ আজ কোথা গেলা	বৃন্দাদাসী	১৪
৯। প্রচার প্রসঙ্গ	—	১৬
১০। *শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা*	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি- শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট। **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৭ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক, ১৪২৬ ❀ নভেম্বর, ২০১৯

সারকথা

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম—'মহাভাব' ॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥
(চৈঃ চঃ আঃ—৪।৬৮-৬৯)

প্রভু কহে—শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্ত অধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ সদা,—এই মন্ত্র সার ॥
(চৈঃ চঃ আঃ—৭।৭১-৭২)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন।
তবু'ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
(চৈঃ চঃ আঃ—৮।১৫-১৬)

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্মিত ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পালাঞা।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—৪।১৪৬-১৪৭)

'ঈশ্বর স্বভাব'—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্যন্ত প্রসাদ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—১।১০৭)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি আসে, তবেই আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করতে পারবো। সাধারণ মনুষ্যজাতির যে কথা, তাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ কি প্রকারে সাধিত হবে তার বিচারই প্রবল। তাকে যদি ধর্মপথ বলে বিচার করি তাহলে আর প্রকৃত ধার্মিক হওয়া হলো না। ভক্ত-সেবাই সর্বপেক্ষা অধিক মঙ্গলপ্রদ।

প্রঃ—স্বতন্ত্রতা কি পরিত্যাজ্য?

উঃ—নিশ্চয়ই। স্বতন্ত্র ত দাম্ভিক, অনুগতই দীন। ভক্তি আশ্রয় করে যদি দাম্ভিক হই—শুধু ভগবানের পূজা করে ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হবে—ভগবৎ-সেবায় বিতৃষ্ণা এসে অমঙ্গল বরণ করতে হবে।

মনুষ্যজীবন ত অমঙ্গল সঞ্চয়ের জন্য নয় পরন্তু পরমমঙ্গলের জন্য—ইহা ভুলিয়া যাই কেন? আমি সর্বাপেক্ষা অপদার্থ, সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অধম, ইহা ভুল হয় কেন? মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে ভোগী হবার—বড় হবার—কর্ত্তা হবার বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। যদি বড় হবার প্রবৃত্তি কমাবার ইচ্ছা থাকে, তবে যাঁরা 'বড়র সেবক, সেই দীন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, তাঁদের বিচার গ্রহণ করতে হবে।

প্রঃ—প্রকৃত স্বাধীনতা জিনিষটা কি?

উঃ—এ জগতের প্রভু হবার চেষ্টাই অভক্তি। এখানে প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা-কামনা ভৃত্যত্ব বা অধীনতা-কামনা ছাড়া আর কিছু নহে। এ জগতের স্বাধীনতা অধীনতারই প্রচ্ছন্নরূপ। কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের অধীনতা বা ভৃত্যত্ব-কামনায়ই পূর্ণতম স্বাধীনতা লাভ হয়। জীব যে কাল পর্যন্ত ভগবানের অনুগ্রহ রজ্জু ধরিয়া থাকেন, সেকাল পর্যন্ত তাঁর নাম হয় 'সেবক'। যাঁরা মনে করেন, আমরা জড়জগতের স্বাবলম্বী, নিরপেক্ষ, তাঁরাই বস্তুত; পরাপেক্ষা-যুক্ত। আর পরমেশ্বরের অধীন ব্যক্তিগণই প্রকৃত স্বাধীন।

বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ হলে 'আমরা শ্রীহরির নিত্য অধীন' —এই বিচার এসে উপস্থিত হয়। যে বস্তুর পূর্ণতা আছে তাহাই পরবস্তু। সেই পরাৎপর বস্তু শ্রীহরির অধীনতা বা দাস্যই প্রকৃত স্বাধীনতা—সুখকরী স্বাধীনতা। এতদ্ব্যতীত কর্ত্তা-অভিমানে বা প্রভু-অভিমানে যে স্বাধীনতার অভিনয়, তাহা মহাদুঃখকর এবং মায়ার অধীনতা বা মায়ার দাস্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রঃ—ভগবানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারাই কি অমঙ্গলের কারণ?

উঃ—যেখানে মঙ্গলময়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থা নাই, সেখানে অমঙ্গল ত হবেই। এইজন্যই আরোহপন্থা বা অশ্রৌতপন্থা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অবরোহপথ বা শ্রৌতপন্থাই গ্রহণীয়। যদি আমরা মঙ্গল চাই, তবে আমাদের এতাবৎকালের সঞ্চিত যাবতীয় বিষয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হেতু-রহিতভাবে—নিষ্কামভাবে সমর্পণ করিতে হইবে এবং চাহিয়া থাকিতে হইবে তাঁহার অহৈতুকী কৃপার দিকে। তাঁহার প্রসাদলেশ দ্বারা অনুগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার কথা কিছুতেই জানিতে পারা যাইবে না। তাঁহার মঙ্গলদাতৃত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে আবার আমরা আমাদের সংগৃহীত বিষয়সমূহ নিঃশঙ্কচিত্তে ছাড়িয়া দিতেও পারিব না। আমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভ্রমে পতিত হই যে, আমার যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া শেষে কি বিপদে পতিত হইব? যদি তাঁহার আমাকে দিবার কিছুই না থাকে তবে কি আমার একূল ওকূল দুকূল যাইবে?—এই প্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই প্রকার সন্দেহ জাগিলে জীবের সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে।

ভগবান কখনও শরণাগত ভক্তকে অপূর্ণমনোরথ করিয়া প্রত্যাখান করেন না। আমাদের যাবতীয় অভাব পুরণের—আমাদিগকে সর্বতোভাবে আশ্রয়দানের ক্ষমতা একমাত্র ভগবানেরই আছে, এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও নাই—এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই জীব নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারে। ভগবানের অমন্দোদয় দয়ায় জীবের যে কি মহামঙ্গল হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার কৃপা হইলে অনুক্ষণ সেবা করিয়াও সেবার আশা মিটে না, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না, তাঁহাতে আমার বিন্দুমাত্র প্রীতি হইল না—এই প্রকার একটি অমূল্য অপ্রাকৃত অভাব বা অতৃপ্তি নামক সম্পদ লাভ হয়। তখন তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনুশীলন একঘেয়ে, ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারময়, তাঁহার কাছে আসিয়া ঠকিয়াই গেলাম—ইত্যাকার অনুশোচনার কারণ থাকে না। *(ক্রমশঃ)*

ভগবান ভক্ত ও ভক্তিবশ

(শ্রীল গুরুমহারাজের ৩৫ তম বিরহ তিথি পূজা মহোৎসব)
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ
স্থান—গোদ্রুমধাম, তাং-০৯-১০-২০১৭।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অশেষ কৃপায় আজ আমরা শ্রীল গুরুমহারাজের ৩৫তম বিরহ তিথি পালন করবার জন্য এই শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে ভক্তগণসহ সমবেত হয়েছি। এই উৎসব পরিচালনার মূল হচ্ছেন, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের সব থেকে প্রাজ্ঞ ও পুরাতন মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজ। শ্রীল গুরুমহারাজের অশেষ কৃপা তাঁর উপর আছে। তাই এই অশেষ কৃপাযুক্ত মহারাজগনই প্রকৃত তাঁর জীবন সম্বন্ধে কথা বলবার অধিকারী। অধিকারী মানে authorized। তিনি বাল্যকাল থেকে শ্রীল গুরুমহারাজের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সেবা কি জিনিস তিনি বুঝেছেন, তাই তাঁদের সঙ্গে আসার লোভবশতঃ আমরা এখানে আসি। কিন্তু অন্য কিছু কি তিনি তৈরী করেননি? করেছেন—কিন্তু তাদের মতো করে এত সুন্দর সেবা সৌকর্য্য যুক্ত শিষ্য তিনি পান নাই। **সেবা সৌকর্য্য শিক্ষা লাভ করলে ভজন রাজ্যে এবং সেবার জগতে প্রবেশ লাভ হয়ে থাকে।**

আমি তো অনেক ছোটবেলা থেকে পূজ্যপাদ আশ্রম মহারাজের কাছে বড় হয়েছি। মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তিনি জগতে এসেছিলেন তাঁর প্রচার্য্য বিষয়কে প্রচার করবার জন্য। মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয় হলো ভগবদ্ নাম, ভগবদ্ সেবা—এসব শিক্ষা নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পার্ষদগণকে নিয়ে এসে তাদের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। এ এক অপূর্ব জিনিস, অন্য কেউ এ জিনিস দিতে পারবে না। তাঁদের কথা বলতে গেলে তাঁদের লোকের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বলতে হয়। ভগবানের ভক্তগণ দৈন্য প্রধান হয়ে ভগবানের নাম কীর্ত্তন, ভগবানের সেবা শিক্ষা দেওয়া এসব করে এসেছেন। কাজেই সব ভক্তগণ কিছু কিছু বললেন আর কিছু রয়েছেন তারাও বলবেন আর এমন দয়ালু ভগবান তাঁর দয়ালু ভক্তগণের দ্বারা সেই কথাটাই পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়েছেন।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ॥"

ব্রজের বধূগণ যেরকম ব্রজের ভাবে সবসময় চিত্তটাকে রমিত করে রাখেন সেই রকম এই সমস্ত মহর্ষিগণও (গুরুবর্গ) ব্রজের ভাবে, মহাপ্রভুর ভাবে বিভাবিত চিত্ত ছিলেন। তাই এইসমস্ত জায়গায় তাঁদের কথা কীর্ত্তন করা বা বলা, শোনা সবকিছু Direct ব্রজে যাওয়ার রাস্তা সুগম করে।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি গৌড়ীয় গুরুবর্গের আদর্শকে তুলে ধরেছেন সকলের কাছে। **এসব কথা বলার সুযোগ সহজে মেলে না, অনুভবী পুরুষ না হলে বলা চলে না যাঁরা ভাগ্যবান, যাঁরা গোদ্রুমে জন্মেছে, বড় হয়েছে এবং মহান হৃদয়যুক্ত পিতামাতা পেয়েছে তাঁরাই শ্রীল গুরুমহারাজের মহিমা বলার অধিকারী।**

শ্রীল গুরুমহারাজের কথা বলা ভগবানের মতো, ভগবানের কথা বলা যেরকম সকলে পারে না। ভক্ত ভাগবত আর গ্রন্থ ভাগবত "এই দুই ভাগবতের দ্বারে, দিয়া ভক্তিরস, তাঁর প্রেমে তিনি হন বশ।"

ভগবান যেরকম ভক্তিবশ হয়েছেন, ভক্তবশ হয়ে শুনেছেন আর গ্রন্থাদিতে ভক্তির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। **কৃষ্ণের কথা শোনা বলা এ শাস্ত্রের দ্বারেও হয় আর সাধুর দ্বারেও হয়।** সে সাধু কি রকম হবে? না, গ্রন্থের অনুকম্পাযুক্ত হবেন এবং গ্রন্থের অনুভবযুক্ত হবেন। এই দুই ভাগবতকে সম্মান করতে

শিখলে কিছু কিছু অনুভবের বস্তু পাওয়া যেতে পারে। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর জগতের লোককে চির দুঃখের থেকে অবসান করবার জন্য ভগবানের খবরাখবর দিয়েছেন এবং তারা সত্যি সত্যি শোকে মুহ্যমান হয়েছেন। আমরা জগতে এসেছি তাঁদের অনুসরণ করবার জন্য। এজন্য এদের কথা আপ্যায়ন করবার কৌশল না জানলে এ তিথির উৎসব হয় না। **এসব কথা যাকে তাকে যেখানে সেখানে জগতের কবির বাক্যে প্রকাশিত হয় না।** শ্রীল গুরুমহারাজ বলতেন— **জগতের কবির থেকে যেরকম ভগবানের কথা শুনলে বিষ লাগে সেরকম আমাদের যারা কথায় সুদৃঢ়চেতা, গৌরসুন্দরের কৃপা আছে গৌরসুন্দরের নিজ জনের কৃপা আছে তাদের থেকে জেনে নিতে হয়।** এ যদিও রহস্যপূর্ণ ব্যাপার আরও **রহস্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ভক্তি। ভক্তি সহজে কেউ বুঝতে পারে না।** আর মহাপ্রভুর ভক্তগণের কথাও তদ্রূপ, সকলে বুঝতে পারবে না কিন্তু বুঝতে হবে একদিন। এই যে কথা শোনা, বলা এটা সহজ কথা নয়। **এ নাট্যমন্দিরে কতজন কত কথা বলে কিন্তু কার কথা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, এটা আমাদের চিন্তার বিষয়।**

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

নামের হাট

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

স্থান—শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর বাসভবন, ২৪ পরগনা নামহট্ট, তাং-২৩-১২-১৮

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণে কৃপা প্রার্থনা করে গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে প্রণত হয়ে আজ শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর বাসভবনে শ্রীনামহট্টের শুভারম্ভ দিবসে আমরা কিছু গুরু গৌরাঙ্গের বাণী শ্রবণ করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি।

যদিও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নামহট্টের প্রবক্তা এবং স্রষ্টা। কিন্তু আমরা যার থেকে নামহট্টকে পেয়েছি তিনি হলেন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পতিয়াছে নামহট্ট, জীবের কারণ ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পরিকরগণ অন্তর্ধান লীলা প্রকাশ করলে ধীরে ধীরে নামহট্টের শুদ্ধ নামের প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ে জগৎ ছেয়ে গিয়েছিল। গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহট্টকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন সেই কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম দ্বীপে। যারা গৌড়ীয় মিশনের গৌড়ীয় গুরুবর্গের অনুগত হয়ে এসেছেন তারাই কেবল কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুম ধামে শ্রীগৌরজন্মোৎসব পালন করার সুযোগ পেয়েছেন।

বহুজন মিলিত হয়ে যে স্থানে কেনাবেচা হয় তাকে হাট বলে। কিন্তু আজকে যে হাটে আমরা একত্রিত হয়েছি সেখানে কি বেচাকেনা হয়? শুদ্ধ হরিনাম এখানে কেনা বেচা হয়। এখানে শ্রদ্ধা রূপ মূল্য নিয়ে আসতে হয়, শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীল গুরুদেব তিনি শুদ্ধ নামের বিক্রয় কর্তা। শ্রদ্ধামূল্য দিয়ে ভজনে আগ্রহী জন হরিনাম আর গুরু বৈষ্ণবের কৃপা নিয়ে যাবেন। হয়ত অনেকে ভাবেন নামহট্ট মানে সেখানে প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বিরাট। কিন্তু ভগবানের অধরামৃত প্রসাদ কৃপা হলেও এই হাটের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রদ্ধার সহিত হরিনাম গ্রহণ। গৌড়ীয় গুরুবর্গের অন্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভাগবত গোস্বামী মহারাজ এই নামের হাটকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন আর শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ সকলকে উৎসাহিত করে হাটের আকার বড় করেছেন অর্থাৎ কেনাবেচার লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের একটা বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে এই হাটের শুদ্ধতা যেন বজায় থাকে। কেননা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দেওয়া নামহট্ট হলো শুদ্ধ নামের হাট, 'শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধ নাম সেই হাটেতে বিকায়।' ক্রেতাগণ যদি শুদ্ধতার সঙ্গে নাম জপ না করেন তাহলে নামহট্ট কলুষিত হবে তার সঙ্গে নিজের জীবনটাও

কলুষিত হবে।

আমাদের গুরুবর্গ কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা পরিষ্কার নিরামিষ বাসনে রান্না করে তুলসী দিয়ে ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদের জয় বন্দনা করে প্রণাম করে সেই প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। হরিনাম জপ করার সময় মনটা অন্যদিকে না দিয়ে স্থির করে একমনে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করে—আর্তি সহকারে নাম জপ করতে হবে তবেই শুদ্ধনাম হবে। গুরুবর্গের বন্দনা, দশবিধ নামাপরাধ জয় বন্দনা এগুলো শিখিয়েছেন তাঁরা। প্রত্যেকবার আরতি, কীর্ত্তনের পর জয় বন্দনা দেবার ব্যবস্থা, গুরুবর্গের বন্দনায় তাঁদের মহিমার কথা বলা হয়েছে, প্রণাম করবার সময় তাঁদের গুণমহিমা স্মরণ করা—এসব শিক্ষা নামহট্টের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে নাম করলে সে নামে আলাদা ভাব, আলাদা রস ও আলাদা শুদ্ধতা ও আনন্দ আসবে। যে আনন্দ আমাদেরকে গোলক পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

এ সংসারে থাকবার জন্য আমরা আসি নাই। সংসার ক্লেশ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ সান্নিধ্য দরকার, আর এ জন্যই নামহট্টের প্রতিষ্ঠা। হৈ হুল্লোড় করে কাটাবার জন্য নামহট্ট নয় অথবা মাঝে মাঝে 'নিতাই গৌর হরিবোল' বলা আর উলুধ্বনি দিলেই নামহট্টের কার্য শেষ হয় না। এসব বাহ্য কথা। মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রদ্ধালু জনগণের কানে শান্ত ভাবে, হরিনাম করবার প্রয়োজনীয়তা আর শুদ্ধভাবে হরিনাম জপ ও ভগবানের সেবারস পৌঁছে দেওয়া, তাদের উৎসাহিত করা। নামহট্টকে শুধুমাত্র একজায়গায় আবদ্ধ না রেখে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা এমনকি সারা ভারতবর্ষে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে যুবগোষ্ঠীর এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। যুবগোষ্ঠী গীতা ভাগবতাদি গ্রন্থ বৈষ্ণব সঙ্গে অনুশীলন করে যদি প্রচার কার্য করেন তাহলে নামহট্টকে এগিয়ে নিতে যেতে পারবেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আনীত ভগবদ ধর্মকে জীবের মঙ্গলের কার্যে লাগাতে পারবেন। জীবকে নিত্য কৃষ্ণদাসত্বে স্থিতিলাভ করবার জন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। আমরা গৃহে থাকি কিম্বা মঠে থাকি আমাদের কৃষ্ণসেবার চাকরি করতে হবে। গৃহস্থ যদি হই তাহলে স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে নিয়ে হরিভজন করব। সংসারটা কৃষ্ণময় করতে হবে। পরিবারের সকলকে কৃষ্ণের সেবক ভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করব। আবার আপনারা যদি কেউ পুত্রকে গুরুসেবার জন্য গুরুচরণে উৎসর্গ করতে পারেন তাহলে তো আর কথাই নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীগুরুবর্গের আদেশ উপদেশ যদি অনুভব করতে পারেন ও সেই মতো জীবনে চলতে পারেন তবে নামহট্টের সার্থকতা। নামহট্ট এ শিক্ষাই আমাদের দেয়।

আমাদের শরীরটা বাবা মায়ের থেকে এলেও আত্মাটা শ্রীকৃষ্ণের অংশ, সে না থাকলে এ শরীরের কোন মূল্য নেই সেজন্য আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণ নাম করতে হবে, দু'হাত তুলে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে হবে, শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে জীবনটাকে সার্থক করে তুলতে হবে। এভাবে আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধতা আনতে হবে। কিছু অর্থ জমিয়ে মাঝে মধ্যে আপনারা শ্রীনবদ্বীপ ধাম, শ্রীক্ষেত্র ধাম বা শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাবেন, ধামের সেবা করবেন প্রচুর নিষ্কপটে। শ্রীল গুরুমহারাজ বলতেন—"তোমরা ধামে এসেছ, যাওয়ার সময় শূন্য আঁচলে গাট বেঁধে নিয়ে যেও না, কিছু শ্রদ্ধা, সেবা আঁচলে বেঁধে নিয়ে যেও। গুরু-বৈষ্ণবের কাছে যা শিখেছ সেইটা কিছু সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যেও।" এইটা তো আমাদের কাজ। আপনারা অনেকেই বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ছেড়েছেন গৌড়ীয় মঠে হরিনাম নেবার জন্য নিরামিষ খেয়ে হরিভজন শুরু করেছেন তাই আপনাদের যত্নবান হতে হবে যাতে সময় নষ্ট না হয়। বৃথা গ্রাম্যচর্চা করে সময় নষ্ট না করে এক পা এক পা করে আমাদের গোলকের পথে অগ্রসর হতে হবে।

যারা গৃহস্থ ভক্ত আছেন তারা একাদশী দিন বা কোন ছুটির দিনে একত্র বসে দশ পাঁচজন মিলে কীর্ত্তন করা, শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ, ভগবানের অথবা মহাজনগণের আবির্ভাব তিরোভাব আদি মহোৎসব পালন করবেন, তুলসী সেবা, তুলসী পরিক্রমা, বৈষ্ণব সেবা করবেন। নিজে পালন করে অন্যকে শিক্ষা দিবেন উৎসাহিত করবেন। আর মধ্যে মধ্যে গুরুগৃহে এসে সেবা করে গুরু-বৈষ্ণবের থেকে চিদ্‌বল নিয়ে যাবেন। এছাড়া সংসার ক্লেশ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর সহজ রাস্তা নেই।

নামহট্টে যারা যোগদান করেছেন তাদের সকলকে আমার প্রণাম জানাই। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, শুদ্ধভাবে ভজন করবেন, গৌড়ীয় গুরুবর্গের শ্রীচরণ স্মরণ করবেন এই আশা প্রার্থনা।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

গৌড়ীয় দর্শন

সপ্তদিবসীয় আলোচনাচক্র। লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয় মঠ (৭—১৩ ই অক্টোবর, ২০১৯)
বক্তা—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, সভাপতি ও আচার্য গৌড়ীয় মিশন।
সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ, কলকাতা

"দর্শন" বলতে কি বোঝায়

'দর্শন'-শব্দে শ্রীধর স্বামীপাদ বলেন (ভাঃ—১১।২।৪৩) 'অনুভব'। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার বা তাঁর অনুভবকে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ 'দর্শন' আখ্যা দিয়েছেন। আমরা দর্শন বলতে মনে করি 'দেখা'। ফলে দর্শন ক্রিয়াটি চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কাজ হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু 'দর্শন' শব্দের ব্যাপকার্থে বস্তু সম্বন্ধীয় গভীর বা সূক্ষ্ম জ্ঞান বা ধারণা বিষয়টিও এসে যায়। এবং এই জ্ঞান বা ধারণা দর্শনকারীর অধিকার ভেদে ভিন্নতা লাভ করে। ফলে 'দর্শন'-এই শব্দটি সাধারণ হলেও অসাধারণ। বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়কে মহাজনগণ 'দর্শন' শব্দে আখ্যা দিয়ে থাকেন এবং ঐরূপ তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্রকে প্রকৃতপক্ষে 'দর্শন শাস্ত্র' বলা হয়। প্রাচীন আর্য মনিষীগণ সমাধিবলে যে তত্ত্ব প্রকটন করেন—সেটাই প্রকৃত দর্শন। ভারতবর্ষে এরূপ বহু দর্শনের কথা প্রচার হয়েছে। গৌড়ীয় দর্শন তাদের অন্যতম।

'দর্শন শাস্ত্র'—প্রার্দুভাবের মূল কারণ

প্রাণিমাত্রই সুখ চায়। দুঃখের অনুভূতি সকলের আছে। তার দূরী'করণ ও সুখ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম প্রবৃত্তি, পরে জ্ঞান পিপাসা। এর বিচার করতে গিয়ে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি। জীবকূলের সুদুরপ্রসারী হিত চিন্তা করে দার্শনিকগণ বিচার পূর্বক এই শাস্ত্র রচনা করেছেন।

"গৌড়ীয়" বলতে সাধারণ অর্থে কি বোঝায়

'গৌড়' শব্দটি নগরী বা প্রদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের পূর্বাংশের প্রদেশ সমষ্টিকে ইতিহাসে 'গৌড়' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'গৌড়ীয়' শব্দটি গৌড় দেশীয় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণভাবে নিষ্পত্তি অনুসারে এটি একটি বিশেষণ পদ। কিন্তু বিশেষ্যপদ রূপে ইহার প্রসিদ্ধি আছে অর্থাৎ 'গৌড়ীয়' শব্দ বললে গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে বোঝায়। হিমালয়ের দক্ষিণ ও বিন্ধের উত্তরাংশকে আর্যাবর্ত্ত বলা হয়। এই আর্যাবর্ত্ত পঞ্চগৌড় সমন্বিত। যথা—সারস্বত, কান্যকুব্জ, মধ্যগৌড়, মিথিল ও উৎকল। বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মধ্যে প্রাচীন 'গৌড়' নগর ছিল। সেনবংশীয় রাজাগণ পরবর্ত্তীকালে সাম্রাজ্য সিংহাসন শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলে আনেন। **সেই থেকে নবদ্বীপ, কাটোয়া, শান্তিপুর, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার কিছু অংশ "গৌড় ভূমি" নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ ভক্তসমাজকে সাধারণ অর্থে 'গৌড়ীয়' বলা হয়।**

"গৌড়ীয়" শব্দের তাত্ত্বিক পরিচয়

প্রকৃতপক্ষে গৌরপ্রেম রসরসিক, ভাগবত রস রসিক, শ্রীনাম রসরসিক, প্রেমভক্তিরস রসিকগণকে গৌড়ীয় বলা হয়। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন—এই তিন ঠাকুর সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন দেবতা যাঁদের প্রাণধন অথবা যাঁদের আত্মস্যাৎ করেন তাঁরাই 'গৌড়ীয়'। (গৌড়ীয়া তিন ঠাকুর)। এই তিন ঠাকুরের মিলিততনু শ্রীগৌরহরি যাঁদের আত্মস্যাৎ করেন তাঁরা 'গৌড়ীয়'। শ্রীচৈতন্য অনুগ বা পদাশ্রিত শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব অনুগ সম্প্রদায়কে 'গৌড়ীয়' নামে অভিহিত করা হয়। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের টীকা অনুযায়ী ভগবৎ লীলামাধুর্য লোভময়ী শ্রদ্ধাযুক্ত ভজনশীল বৈষ্ণবগণকে 'গৌড়ীয়' বলা হয়। যাঁদের শেষ কথা—''তদ্ভিব্রজক্রীড়া ধ্যানগান প্রধানয়া ভক্ত্যা, সম্প্রদ্যতে প্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন ॥'' (বৃহদ্ভাগবতামৃত)

শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি—''শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ গৌড়দেশের অধিবাসী বলে নিজকে গৌড়ীয় বলতেন তা নয়। কোন একটি স্থুলদেশের অধিবাসী বলে পরিচয় দিবার আকাঙ্খা তাঁর ছিল না।''

(গৌড়ীয় দর্শন—৩ পৃঃ পুরানো বই)

''শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও বৈষ্ণব ধর্মের অভিনব সমুজ্জল সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন বলিয়া এই সম্প্রদায়কে শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায় বলা হয়।''

(গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—৬ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

প্রীতিসন্দর্ভ

(গোদ্রুম ধামে শ্রীল গুরুগোস্বামী গোস্বামী ঠাকুরের ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা হতে উদ্ধৃত)
তারিখ—১৮।৯।১৯—২৩।৯।১৯। সময়—বিকাল ৪-৬ ঘটিকা।
সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

১। প্রীতির ফল কি?

উঃ) প্রীতির মুখ্য ফল ঃ—ক) ভগবৎ সাক্ষাৎকার (ধ্রুবাদি), খ) তৎ মাধুর্য অনুভব (পরীক্ষিৎ মহারাজ)।

প্রীতির গৌণ ফল ঃ— দেহাসক্তি ত্যাগ।

দৃষ্টান্ত—ক) ঋষভদেব (ভাঃ—৫।৫।৬)।

খ) শ্রীসূত গোস্বামী (ভাঃ—১।১৮।২২)

গ) শ্রীশুকদেব (ভাঃ—৫।১।৫-১১)

২। প্রেমের পরিভাষা কি?

উঃ) ক) সম্যঙ্মসৃনিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম নিগদ্যতে ॥
(ভঃ রঃ মৃঃ সিঃ পূঃ—৪।৮)

অর্থাৎ যা থেকে চিত্ত মসৃণ বা স্নিগ্ধ হয়, যা অতিশয় মমতাসম্পন্ন—এমন যে গাঢ়তাপ্রাপ্ত ভাব, তাকেই পণ্ডিতগণ প্রেম বলেন।

খ) সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনো স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হলেও সর্বথা ধ্বংসরহিত, যুবক-যুবতীর এমন ভাববন্ধনকে প্রেম বলে।

৩। চিত্তবড়িশ কি জিনিষ?

উঃ) বড়িশ বাঁকা লোহার তৈরী, যা খাবারের লোভ দেখিয়ে মাছকে আঁটকে দেয় বলে কপট এবং মাছকে প্রাণে মেরে ফেলে বলে স্বার্থসাধন পটু। বড়িশে যেমন মাংসখণ্ড বা অন্য কোন মাছের টুকরো গেঁথে জলে ফেলা হয়, খাবারের লোভে মাছ ঐ বড়িশে আঁটকে পড়ে। সেরূপ যোগীদের চিত্তকে বড়িশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ তারা কঠিন আরাধ্য বস্তু হরিতে স্নেহশূন্য, ভগবানে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য আস্বাদনে বিমুখ বলে অরসিক, সাধনের লক্ষ্য গোপন রাখেন বলে কুটিল, দাম্ভিক। তারা করেন যোগসাধন, আর বাইরে দেখান ভক্তির সাধন। স্বার্থপর—তারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে সতত চেষ্টাযুক্ত কিন্তু যাঁকে স্মরণ করে মুক্তি পেল তাঁর প্রতি একেবারে উদাসীন। সেজন্য তাঁরা হরিস্মরণ দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করেও শেষে হরিকে ত্যাগ করেন। অর্থাৎ প্রেমের লক্ষণ আছে কিন্তু চিত্ত বিযুক্ত হয়, কৈবল্য ইচ্ছারূপ কপটতা দেখা যায়, ধ্যানের সাদৃশ হেতু স্মরণাঙ্গে রুচি, অশ্রু-কম্প-পুলক প্রেমের লক্ষণ নয়, তা ছায়া সদৃশ—এজন্য যোগীদের চিত্তকে বড়িশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৪। প্রীতির সম্পূর্ণ আবির্ভাব বলতে কি বোঝ ?

উঃ) ভগবানের নাম, রূপ, গুণ লীলা মাধুর্যের মুখ্যতা যেখানে বিদ্যমান সেখানে প্রীতির সম্পূর্ণ আবির্ভাব হয়। প্রীতি অখণ্ডা হলেও বিষয়ালম্বন শ্রীভগবানের আবির্ভাব তারতম্য অনুসারে প্রীতির আবির্ভাবেও তারতম্য দেখা যায়। যথা—ক) ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশে প্রীতির পূর্ণ আবির্ভাব। খ) ভগবত্তার আংশিক বিকাশে প্রীতির আংশিক আবির্ভাব। গ) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তায় প্রীতির পরাপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণতম আবির্ভাব দেখা যায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ—১। মহামুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে বলেছিলেন—

অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ।
ত্বয়া সঙ্গম্য সদগত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ ॥
(ভাঃ—১০।৮৪।২১)

সদগতি আপনার সঙ্গলাভ করে আজ আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা ও চক্ষু সফল হয়েছে— যে সাফল্য শ্রেয় সমুহের পরাবধি।

২। উদ্ধব মহারাজ বিদুরকে বলেছেন—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥
(ভাঃ—৩।২।১২)

অর্থাৎ নিজ নিজ যোগমায়াবল প্রদর্শন কর্ত্তা মর্ত্তলীলার উপযোগী যে রূপ গ্রহণ করেছেন, তা নিজেরও বিস্ময়কর, সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা, যে রূপের অঙ্গসকল ভূষণের ভূষণস্বরূপ।

৫। জন্যজনকত্ব কি?

উঃ) সাধকের সাধনের জন্য প্রেমের জন্ম তা নয়। প্রেম গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় লাভ হয়। জোড় করে ইন্দ্রিয় চালনার

দ্বারা প্রেম লাভ হয় না। এটা কৃপার মাধ্যমে সম্ভব। অর্থাৎ সাধনের জন্য প্রেম নয়।

৬। লীলা কাকে বলে?

উঃ) রমণীর ভাব ও ক্রিয়ার দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণকে লীলা বলে। (উজ্জ্বলনীলমণি অনুভাব প্রকরণ—৬৬)

৭। নিমেষ সৃষ্টির ইতিহাস কি ?

উঃ) ইক্ষাকুর পুত্র নিমি রাজা কোন সময় সহস্র বছর যজ্ঞ করবার অভিপ্রায়ে বশিষ্ঠ ঋষিকে পুরোহিতরূপে বরণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঋষি যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞ কার্যে ব্যস্ত থাকায় ইন্দ্র যজ্ঞ সমাপ্ত করে নিমি রাজের যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এদিকে রাজা নিমি যজ্ঞের বিলম্ব চিন্তা করে গৌতম ঋষিকে তার যজ্ঞে পুরোহিত রূপে নিযুক্ত করলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্র যজ্ঞ সমাপ্ত করে যখন দেখলেন গৌতম ঋষি দ্বারা নিমি যজ্ঞ সমাপ্ত করেছেন। তখন তিনি ক্রোধে নিমিকে 'দেহহীন হউ' বলে অভিশাপ দিলেন এবং রাজাও ঋষিকে দেহহীন হউ বলে অভিশাপ দিয়ে শরীর ত্যাগ করলেন। এদিকে বশিষ্টের দেহের তেজ থেকে মিত্রাবরুণের সৃষ্টি হয় এবং উর্বসীর দর্শনে রেতপাত হলে অপর বশিষ্ঠ দেহ লাভ করেন। নিমি মহারাজের সুন্দর তৈলাদি দ্বারা সদ্যমৃত দেহকে দেবগণ বর প্রদান করতে অগ্রসর হলে নিমিরাজ বললেন এ শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ ঘটে। সুতরাং আমি আর শরীর ধারণ করতে চাই না। কিন্তু সকলের নয়নের নিমেষের মধ্যে অবস্থান করতে চাই। দেবগণ নিমির এই প্রার্থনা পূর্ণ করবার জন্য তাঁকে প্রাণীদের নয়নে বাস করালেন। সেই থেকে জীবগণ নয়নের উন্মেষ ও নিমেষ করে থাকে। (বিষ্ণুপুরাণ)

৮। সাধকের মুক্ত দশার ভেদ বলুন?

উঃ) প্রকটোদয় হতে পরবর্ত্তী সকল সাধকগণ তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

ক) জীবন্মুক্ত—প্রেমের পরিপক্কতা লাভ, সাধক স্বরূপে স্থিতিলাভ গ্রস্ত সাধনসিদ্ধ সাধক।

খ) পরমমুক্ত—সাধন শরীর ত্যাগ করে পার্ষদতা প্রাপ্ত।

গ) নিত্যমুক্ত— নিত্য পার্ষদ তথা ব্রজের পরিকরগণ।

৯। প্রীতি লক্ষণের নিষ্কর্ষ কি?

উঃ) ক) ভগবানের প্রীতি নিখিল পরমানন্দ চন্দিকার চন্দ্রমা স্বরূপ (স্নিগ্ধতা)।

খ) বিশুদ্ধসত্ত্বের অনবরত উল্লাস হেতু অসমোর্দ্ধ মধুর এবং সকল ভুবনের সৌভাগ্যসার সর্বস্ব (মধুরতা)।

গ) বিধির অপেক্ষা না করে স্বাধীনভাব নিজে নিজেই প্রীতি উদিত হয় (স্বয়ংসিদ্ধ)।

ঘ) ভগবানই একমাত্র তাঁর বিষয়। তাঁর দিকে অবাধ গতি। অন্য বিষয় দ্বারা খণ্ডিত বা বিঘ্নিত হয় না (অখণ্ডত্ব।

ঙ) ভগবৎ সেবা প্রীতি ছাড়া অন্য কোন তাৎপর্য সহ্য করতে পারে না।

চ) হ্লাদিনী সার-বৃত্তি বিশেষ এঁর স্বরূপ।

ছ) ভক্তের মনোবৃত্তি ভগবৎ প্রাপ্তি অভিলাষময় জ্ঞান প্রকাশক।

জ) তদ্রূপ ভক্তের মনোবৃত্তিময় যার দেহ।

ঝ) পীযুষপুর (সুধা) থেকে সরস (রসযুক্ত) দেহ দ্বারা নিজ দেহরস যুক্ত করে।

ঙ) ভক্তকৃত আত্মরহস্য সঙ্গোপন গুণময় রসনা।

ট) এই প্রেম রূপ-রসবতী নারী সকলের চিত্তাকর্ষণে সমর্থা।

ঠ) ভক্ত যে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন, আর অশ্রু বিমোচন করেন, সেই নেত্রাশ্রুরূপ মুক্তাদি যার ভূষণ।

ড) নিখিল সৎগুণ এঁর মধ্যে নিহিত আছে।

ঢ) অশেষ পুরুষার্থ সম্পত্তিকে (মুক্তিকে পর্যন্ত) নিজের দাসী করেছেন।

ণ) ভগবানে পাতিব্রত্য নিষ্ঠা দ্বারা আত্মাহারা।

ত) নানা চেষ্টার দ্বারা ভগবানের মনোহরণ পূর্বক সর্বদা ভগবানের সান্নিধ্যে বিরাজ করেন।

১০। মহাভাব কাকে বলে?

উঃ) অসমোর্দ্ধ চমৎকারীতা দ্বারা উন্মাদক অনুরাগই মহাভাব নামে অভিহিত। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বলা হয়েছে—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয় বৃত্তি হয়ে আপনা দ্বারা সম্বেদনযোগ্য দশা প্রাপ্তি পূর্বক প্রকাশ লাভ করে, তা হলে তাকে ভাব বলে। কোন কোন স্থলে এই ভাবই মহাভাব শব্দে অভিহিত হয়। এই মহাভাবের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সংযোগে নিয়ম সহিষ্ণুতা, কল্প পরিমিত সময়কে ক্ষণকাল মনে করা প্রভৃতি, আর বিয়োগে ক্ষণকালকেও কল্পপরিমিত মনে করা ইত্যাদি অবস্থা উপস্থিত হয়। যোগ বিয়োগ উভয় অবস্থায় মহা উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উৎপন্ন হয়।

১১। অনুকম্পা কি বস্তু?

উঃ) ভক্তগণকে সেবা সৌভাগ্য দান রূপ উপকার ইচ্ছা অনুকম্পা। এককথায় সাধককে উপকার করার ইচ্ছা অনুকম্পা। সাধকের চিত্তবৃত্তি দেখে ভগবানের চিত্ত দ্রব হয়ে সাধককে কৃপা করবার ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার উদ্দেশ্যে সেবকাদির সেবাদি সৌভাগ্য সম্পাদন। ভগবান কি অন্যের সেবা অপেক্ষা রাখেন? না, স্বরূপত তাঁর সে অপেক্ষা নাই। তিনি পূর্ণ। যাঁর কোন অভাব নাই, তিনি সেই অভাবপুরণরূপ সেবা অভিলাষ করেন। তাঁর কোন অভাব না থাকায় তিনি কারোর সেবার অপেক্ষা রাখেন না, তবে ভক্তির বশবর্ত্তী হয়ে ভক্ত সৌভাগ্য সম্পাদনের জন্য সেবা গ্রহণে অভিলাষী হন। সেই অনুকম্পা—পাল্যত্ব (দ্বারকাদি প্রজাদের মধ্যে), ভৃত্যত্ব (দারুকাদি ভৃত্যগণের মধ্যে সম্ভ্রম প্রীতি) ও লাল্যত্ব (পুত্র, পৌত্রাদির প্রতি লালন প্রবৃত্তি) ভেদে ত্রিবিধ।

১২। সাধারণ প্রীতি কি বস্তু?

উঃ) শান্ত ও দাস্যাদি অভিমানশূন্য যে প্রীতি তা সামান্যা প্রীতি। যাদের ঐভাব ও অভিমান সম্পন্ন হবার যোগ্যতা নেই, তাঁদের প্রীতি সামান্য বা সাধারণ প্রীতি। একে তটস্থা প্রীতিও বলা হয় কারণ ভগবানের প্রিয় ভক্তের মধ্যে সামান্য ও শান্ত ভক্তকে তটস্থ বলে। এঁদের প্রীতির নাম তটস্থা প্রীতি। এটা শ্রীকৃষ্ণে মমতাশূন্য ভক্তে দেখা যায়।

১৩। প্রীতির তারতম্য ভেদ কিরূপ?

উঃ) ১২ নং পৃষ্ঠায় chart দেখুন।

১৪। গোপগণের প্রীতির বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ) শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ গোপগণের প্রীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন—

ক) শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য সম্যগরূপে অনুভব করবার স্বভাব বিশিষ্ট। ব্রজের গোপগণ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য লোলুপ।

খ) ঐশ্বর্যজ্ঞান অর্থাৎ সংকোচবুদ্ধি দ্বারা তাঁদের কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন বাধাপ্রাপ্ত বা বিঘ্নিত হয় না। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ যখন যমলার্জ্জুন বৃক্ষকে উৎপাটন করলেন। সখাগণ বললেন কৃষ্ণই বৃক্ষদুটিকে উদুখল দিয়ে উপখে ফেলেছেন। গোপগণ শুনলেন সেকথা এবং ভাবলেন কৃষ্ণের এত শক্তি কিন্তু সেই ঐশ্বর্য জ্ঞান তাদের মোহিত করতে পারল না। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ কত লীলা করেছেন কিন্তু গোপগণের কৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদনে সেই সব ঐশ্বর্য লীলা কখনো তাদের প্রেমের বাধা সৃষ্টি করতে পারে নাই।

১৫। সখাগণের প্রীতির বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ) ক) সখাগণসখ্য ও বন্ধুত্ব ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মাধুর্য উৎকৃষ্ট প্রণয়যুক্ত হয়ে আস্বাদন করেন।

খ) ভয় বা সম্ভ্রম এসে তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত বিশ্বাসের মর্যাদা হানি করতে পারে না। যথা—দাবাগ্নি যখন যখন সখাগণকে ঘিরে ফেলল সখাগণ বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে কৃষ্ণকে ডাকলেন। তাঁরা জানেন কৃষ্ণ রক্ষা করবেন। কৃষ্ণ তাঁদেরকে চোখ বন্ধ করতে বললেন এবং দাবাগ্নি পান করলেন। সখাগণ চোখ খুলে দেখলেন দাবাগ্নি আর নেই।

সখা শুদ্ধসখ্যে করে, স্কন্ধে আরোহন।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম ॥
(চৈঃ চঃ আঃ—৪।৯)

কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—১৯।২২৩)

১৬। গোপীগণের প্রীতির বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ) ক) **"গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবা"**—(ভাঃ—১০।৪৭।৫৮) গোপীগণের কৃষ্ণেতে পরম আবেশিত চিত্ত। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ কেবলমাত্র গোবিন্দে প্রণয়যুক্ত, যা কিনা প্রেমের সীমায় তাঁরা মহাভাববত্তা স্বরূপা।

খ) **ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভীচারদুষ্টাঃ**—(ভাঃ—১০।৪৭।৫৯) কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য মাধুর্য, লোভে গোপীগণ লোকদৃষ্টে ব্যাভিচারিণী। নিজ যৌবন, গাত্র, ইন্দ্রিয়, পরিচ্ছদ, অলংকার সবকিছু তাঁরা কৃষ্ণেতে সমর্পণ করে সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বপূজ্য ও সর্বদুর্লভ পদবী লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোপীগণই পতিব্রতা ছিলেন।

গ) **"যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা"**—(ভাঃ—১০।৪৭।৬১) গোপীগণ নিজের পতি, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন লোকমার্গ মানে ধৈর্য, লজ্জা ও মর্যাদাবোধকে ধূলিস্যাৎ করে কৃষ্ণেতে পূর্ণ আসক্ত ছিলেন। আর্যপথ অর্থাৎ মুনিঋষিগণের প্রদর্শিত পথকে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। নিজ নিজ পতিগণকে ত্যাগ করে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে ছুটে চলে যেতেন। শাস্ত্রেও যাকে দুস্ত্যজ্য বলা হয়েছে। গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম এরূপ একটি সর্বোৎকৃষ্ট প্রেম। শ্রীউদ্ধব মহারাজ ব্রজে এসে অনুভব করেছিলেন, যার উপরে আর কোন প্রেম হয় না। ❑

প্রীতির তারতম্য ও ভেদ

এখন প্রীতির অন্যান্য গুণের তারতম্য অনুসারে অন্য প্রকার তারতম্য ও ভেদ দেখানো হইতেছে

ভক্তচিত্তের সংস্কার (৮ প্রকার)

১। রতি — ভক্ত চিত্তকে উজ্জ্বলিত করে।
২। প্রেম — মমতার দ্বারা যোজনা করে।
৩। প্রণয় — বিশ্বাস যুক্ত করে।
৪। মান — প্রিয়তাতিশয় দ্বারা অভিমান বিশিষ্ট করে।
৫। স্নেহ — বিগলিত করে।
৬। রাগ — বিষয়ের প্রতি প্রচুর লোভ দ্বারা আসক্ত করে।
৭। অনুরাগ — নিত্যনূতন অনুভব করায়।
৮। মহাভাব — অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা দ্বারা উন্মাদিত করে।

(১–৮) পৃঃ ২৮৯ — নতুন বই

মহাভাবের Definition :

অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা দ্বারা উন্মাদক অনুরাগই মহাভাব নামে অভিহিত হয়। (পৃঃ ২৯৪, নতুন বই)

এছাড়া আরও এক ধরণের প্রীতি রয়েছে যাঁকে সাধারণ প্রীতি বা তটস্থ প্রীতি বা সামান্য প্রীতি বলে

যে স্থলে শান্ত, দাস্যাদিভাব বা অভিমান নেই সেখানে ভক্তের প্রীতিকে সামান্য প্রীতি বলে।
৪৪৪ পৃঃ ২২২ (পুরানো বই)

এরা সকলেই কৃষ্ণে মমতাশূন্য।
(শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা গমন প্রসঙ্গে শুকদেব উক্তি—ভাঃ ১০/৮৬/১৪

ভক্তের অভিমান বিশেষ

ভক্তের অভিমান (৫ প্রকার)

শান্ত - ইষ্টে নিষ্ঠা। উদাঃ— সনকাদি ঋষিগণ।
দাস্য - (অনুগ্রাহ্যরূপে) ইষ্টে নিষ্ঠা, সেবন ধর্ম। উদাঃ— (ক) রক্তক, চিত্রক (গোকুলে) (খ) দারুক (দ্বারকা) (গ) হনুমান।
সখ্য - (মিত্ররূপে) ইষ্টে নিষ্ঠা, সেবন ধর্ম, বিশ্বাস। উদাঃ—শ্রীদাম, ভীম, অর্জুন।
বাৎসল্য - (অনুকম্পিতরূপে—আমি কৃপাপ্রদর্শনকারী) ইষ্টে নিষ্ঠা, সেবন, বিশ্বাস, মমতাধিক্যে লালন। উদাঃ—নন্দ, যশোদা।
মধুর - (প্রিয়ারূপে) ইষ্টে নিষ্ঠা, সেবন, বিশ্বাস, মমতাধিক্যে লালন, সর্বাঙ্গে সেবা। উদাঃ—গোপীগণ (চৈঃ চঃ মঃ-২২-২৫)

ভগবানের স্বভাব বিশেষের আবির্ভাব

অনুগ্রহ
(কৃষ্ণদাস ও হরিদাসের গল্প —পৃঃ ২২৫, পুরাতন বই)
(যে জাতীয় প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ তদ্রূপ ভাব প্রাপ্তি)

পোষন
(নিজ স্বরূপ ও গুণ দ্বারা আনন্দ প্রদান)

অনুকম্পা
(ভক্তগণকে সেবা, সৌভাগ্য সম্পাদন উপকার ইচ্ছা)

সম্ভ্রম বা বাৎসল প্রীতি

পালাত্ব (পরিকরগণের মধ্যে)
(দ্বারকা প্রজাদের প্রতিপাল্য ভাব বা ভগবানে পালক ভাব)

ভৃত্যত্ব
ভৃত্যগণের মধ্যে সম্ভ্রম প্রীতি
(শ্রীদারুকাদি সেবক)
পৃঃ ২৯৯ (নতুন বই)
পৃঃ ৪৩০ (পুরানো বই)

লাল্যত্ব
(পুত্র, পৌত্রাদির প্রতি লালন প্রবৃত্তি)

মহারাজ ভগীরথ

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজা ভগীরথ যখন জানতে পারলেন গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আছেন, তখন তিনি মন্ত্রীগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তীব্র তপস্যা করেছিলেন। হাজার বৎসর তপস্যার পর পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবগণের সাথে ভগীরথের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগীরথ পিতামহকে নিজাভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে ব্রহ্মা বললেন গঙ্গা ধরাতলে পতিত হলে পৃথিবী তার বেগ ধারণ করতে পারবে না, গঙ্গার বেগ ধারণের জন্য মহাদেবের তপস্যা করতে হবে। ভগীরথ এক বৎসর তপস্যা করেই শিবকে সন্তুষ্ট করলেন। গঙ্গা ধারণের জন্য ভগীরথের প্রার্থনা শিব অঙ্গীকার করলেন। আশুতোষ মহাদেব অল্পেতেই তুষ্ট হন। শিব গঙ্গার বেগ ধারণ করবেন জানতে পেরে গঙ্গাদেবী সঙ্কল্প করলেন তিনি জোরে পৃথিবীতে পতিত হয়ে ভোলানাথকে নিয়ে পৃথিবী ভেদ করে পাতালে প্রবিষ্ট হবেন। গঙ্গার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে শিব প্রস্তুত থাকলেন। গঙ্গা পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিব কৌশলে মস্তকে জটাজালে আবদ্ধ করে রাখলেন। গঙ্গা বহু চেষ্টা করেও বের হতে পারলেন না। ভগীরথ গঙ্গাকে দেখতে না পেয়ে বিহ্বল হয়ে পুনরায় আরাধনা করলে ভূতপতি মহাদেব গঙ্গাকে পরিত্যাগ করে বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ করলেন। বিন্দুসরোবর হতে গঙ্গার সাতটি ধারা প্রবাহিত হল। পূর্বদিকে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী তিনটি ধারা; পশ্চিমদিকে বঙ্ক্ষু, সীতা ও সিন্ধু তিনটি ধারা এবং আরও একটি ধারা ভগীরথ প্রদর্শিত পথে গমন করলেন। এই প্রবাহের নাম ভাগীরথী হল। রামায়ণের বর্ণনায় জানা যায়—হিমালয়ের পত্নী সুমেরুদুহিতা মেনার গর্ভে দুটি কন্যা হয়—জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা উমা। দেবগণের কোন কাজের জন্য জন হিমালয় গঙ্গাকে সুরলোকে পাঠিয়েছিলেন। উমা কঠোর তপস্যা দ্বারা রুদ্রকে পতিরূপে লাভ করেন। গঙ্গার পতিও মহাদেব। 'ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা। ইত্যেব কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমূত্তমম্।।'—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ভাগীরথী সাগরে মিলিত হলে সগরপুত্রগণ তাঁর স্পর্শে পবিত্র হয়ে স্বর্গে গমন করলেন। বিষ্ণুপাদোদ্ভূত বলে গঙ্গার একটি নাম বিষ্ণুপদী। গঙ্গার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—গম্যতে ব্রহ্মপদমনয়া গম্-গন্ (গম্যদ্ যোঃ ডণ্ ১।১২২)। নিঘণ্টু মতে গচ্ছতীতি গম্-গন্-টাপ্।—বিশ্বকোষ।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থে লিখেছেন অন্তর্দ্বীপপ্রান্তে অবস্থিত 'শ্রীগঙ্গানগর'—মহারাজ ভগীরথ কর্তৃক সংস্থাপিত। গঙ্গানগর নাম হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ভগীরথ রথে চড়ে শঙ্খ বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হলে পশ্চাতে গঙ্গাদেবীও চলতে চলতে নবদ্বীপে এসে স্থির হলেন। গঙ্গা অগ্রসর হচ্ছে না দেখে ভয়ে রাজা বিহ্বল হয়ে ফিরে এসে গঙ্গানগরে তপস্যা করেছিলেন। গঙ্গা তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দিলেন। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে পিতৃলোক উদ্ধারের জন্য নিবেদন করলে গঙ্গাদেবী বললেন তিনি মাঘমাসে নবদ্বীপধামে এসেছেন, ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর প্রভু গৌরহরি অবতীর্ণ হবেন, সেইদিন ব্রত উদ্‌যাপন করে তিনি ফাল্গুনের শেষে ভগীরথের পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য যাবেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জহ্নুদ্বীপ মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে লিখেছেন—ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে নিয়ে জহ্নুদ্বীপে আসলে জহ্নুমুনির তপস্যাস্থলের কোশাকুশী বাহিত হলে জহ্নুমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গা পান করেছিলেন। তথায়ও ভগীরথ গঙ্গাকে দেখতে না পেয়ে মুনির পূজাবিধান করলে জহ্নুমুনি অঙ্গ বিদারণ করে গঙ্গাকে বার করে দিলেন। এইজন্য গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী। রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী জহ্নুমুনি গঙ্গাকে কর্ণ-দ্বারে বার করেছিলেন। হরিবংশমতে ঋষিগণ গঙ্গাকে জহ্নুমুনির কন্যারূপে নির্দ্ধারণ করেন। গঙ্গার নাম—'গঙ্গা, বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া সুরনিম্নগা, ভাগীরথী, ত্রিপথগা, ত্রিস্রোতস, ভীষ্মস'—অমরার্থ চন্দ্রিকা।

গঙ্গার নাম—'বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া, সুরনিম্নগা, ভাগীরথী, ত্রিপথগা, ত্রিস্রোতাঃ, ভীষ্মসূ, অর্ঘ্যতীর্থ, তীর্থরাজ, ত্রিদশদীবিকা, কুমারসূ, সরিদ্বরা, সিদ্ধাপগা, স্বর্গাপগা, স্বরপগা, স্বাপগা, ঋষিকল্প, হৈমবতী, স্বর্বাপী, হরশেখরা, নন্দিনী, অলকনন্দা, সিতসিন্ধু, অধ্বগা, উগ্রশেখরা, সিদ্ধসিন্ধু, স্বর্গসরিদ্বরা, মন্দাকিনী, জাহ্নবী, পুণ্যা, সমুদ্র সুভগা, স্বনদী, সুরদীঘিকা, সুরনদী, স্বরধুনী, জ্যেষ্ঠা,

জহ্নুসূতা, ভীষ্মজননী, শুভ্রা, শৈলেন্দ্রজা, ভবায়না'—বিশ্বকোষ।

'পৃথিবী গঙ্গয়াহীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।—বরাহপুরাণ। 'অন্তিম কলি অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব কলিতে পৃথিবীতে গঙ্গা থাকিবে না।'

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে গঙ্গার অবস্থিতি কলির পাঁচ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত।

ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে সাগরাভিমুখে যাওয়ার মুখে চক্রদহে পৌঁছিয়ে তাঁর রথের চাকা দেবে যায়। ঐ জায়গার নাম আগে প্রদ্যুম্ন নগর ছিল। প্রদ্যুম্ন ভগবান শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন। ভগীরথের রথের চাকা বসে যাওয়ার পর ঐ স্থানের নাম চক্রদহ' হয়। চক্রদহকে চলিত ভাষায় 'চাকদহ' বলে। চাকদহ পূর্বরেল বিভাগের একটি ষ্টেশন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু পুরুষোত্তমধাম থেকে শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ এনে চাকদহ রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটে সংস্থাপন করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তথায় প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ সংস্থাপন করেছিলেন।

বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণমতে দেবতাগণ গঙ্গাকে নিয়ে যান শিবের সহিত বিবাহ দিবার জন্য। মেনকা (মেনা) গঙ্গাকে দেখতে না পাইয়া শাপ দিলেন। তাতেই গঙ্গা জলময়ী হন।

পরাণ উজারি তিঁহ আজ কোথা গেলা

বৃন্দাদাসী, বীরভূম।

ভগবান যেমন নিত্য আরাধ্যতত্ত্ব, সেরকম শিষ্যের জীবনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য আরাধনীয়। তিনি নিত্যপূজ্য, নিত্য বন্দনীয়, নিত্য স্মরণীয়। কেননা, শ্রীগুরুদেবের কৃপাই একমাত্র অন্ধ-বিমুখ জীবকে আলোর সন্ধান দিয়ে নিত্য মঙ্গলের পথে চালিত করতে পারে।

''শ্রীগৌর পার্ষদগণ তারা পতিত পাবন
যাঁরা ভবে আসি সর্বক্ষণ।
গোলোকের মহাধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
যারে তারে বিলাই অনুক্ষণ ॥''

(কীর্ত্তন মালিকা)

এহেন ভগবৎ প্রেষ্ঠ মহাজন, গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ জগতে আবির্ভূত হয়ে কত না করুণার নিদর্শন রেখে গেলেন। আজ এক বিশেষ তিথিকে কেন্দ্র করে আমরা তাঁর সেই গুণ মহিমা স্মরণে ব্রতী হয়েছি। আজকের এই তিথি স্মরণীয় ছিল, রাধাকুণ্ডের প্রাকট্য তিথি হিসাবে। কিন্তু শ্রীল গুরুদেব আজ এই তিথিকে আরো বিশেষভাবে স্মরণীয় করে দিয়ে গেলেন, শিষ্যদের বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করে এই দিনেই সন্ধ্যাকালে তিনি নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়েছেন। শিষ্যের জীবনে এটা বড়ই বেদনাদায়ক।

ব্রতমাসে শ্রীগুরু বৈষ্ণব সঙ্গে ধামবাসের লোভ ছোটো-বড় সব শিষ্যদের মনেই থেকে থাকে গত বছর দামোদর ব্রত শুরু হয়ে গেলো, শ্রীল গুরুদেব কবে গোদ্রুমে আসবেন অপেক্ষা করছি। শ্রীগুরুদেব গোদ্রুম আসবেন, আর এদিক থেকে আমরাও যাবো গোদ্রুমে আনন্দে উল্লসিত হয়ে গুরুদেবের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভের অপেক্ষায় আছি। সেবক বলছেন, শ্রীগুরুদেব সামান্য একটু অসুস্থ লীলা করছেন, Treatment হয়ে গেলেই এসে যাবেন—সব অপেক্ষার অবসান করে গুরুদেব তাঁর ইষ্টদেব শ্রীগোদ্রুম বিহারীর শ্রীচরণ প্রান্তিকে এসে গেলেন,—আমরাও গেলাম—কিন্তু আনন্দে নাচতে নাচতে নয়, বিরহে কাঁদতে কাঁদতে। কেননা, শ্রীগুরুদেব এখন সমাধিস্থ চিত্তে ভগবানের নিত্যলীলায় নিমজ্জিত হয়েছেন। জগৎ উদ্ধারের জন্য যে মনুষ্য শরীর ধারণ করে আমাদের হরিভজন উপদেশ করেছেন, স্নেহ দিয়ে, শাসন করে পালন করেছেন—সেই লীলা সংগোপন করে আমাদের বহির্দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করছেন। চিরকালের জন্য তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলাম—তার থেকেও বড় দুর্ভাগ্য তাঁর উপদেশ, তাঁর শাসন থেকে বঞ্চিত হলাম।

ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারটি দোষ মহাজন চরিত্রে থাকে না, তাই, গুরুদেব যখন কাউকে স্নেহ দিয়ে আকর্ষণ করেছেন, তার যেমন প্রয়োজন ছিল—

সেরকম, তিনি যদি কাউকে কোনোভাবে শাসন করেছেন সেটা তার পরম মঙ্গলের কারণ হয়েছে। এমনও অনেক সময় হয়েছে, শ্রীগুরুদেব অকারণে গালি দিলেন, মনে মনে ভাবছি আমি কি এমন দোষ করেছি। কিন্তু সেই দোষটা যেন আমার জীবনে না আসে সেটাই তার অন্তর্নিহিত অর্থ আগে থেকে সাবধান করলেন। আর যে বিষয়ে direct শাসন করেছেন, পরবর্তী কালে সেই দোষ করতে গেলেই গুরুদেবের গম্ভীর বাক্য কানে এসে সেই কাজে বাধা দেয়।—এই ভাবেই গুরুদেব শিষ্যদের একটু একটু করে শোধন করে ভগবন্মুখী করার চেষ্টা করেছেন।

শ্রীগুরুদেব আজ আমাদের মায়িক দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করলেও তিনি তাঁর কর্তব্য করে চলেছেন। আশ্রয় দিয়ে পালন করবার গুরুদায়িত্ব যিনি নিতে পারেন তিনি সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু কখনো শিষ্যকে পতিত হতে দেন না, যদি শিষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন করতে চায়। গুরুদেব তাঁর অমৃতময় বাণীর দ্বারা আমাদের ভজন রাজ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেন—

"গোরার আমি গোরার আমি
ইহা বলিলে না হয়।
গোরার আচার গোরার বিচার
লইলে ফল পায় ॥"

আমরা সকলেই কমবেশী গুরুদেবের করুণার ছোঁয়া পেয়ে তাঁর স্নেহে পালিত হয়েছি। কিন্তু আজ দিন এসেছে পরীক্ষা দেওয়ার—আমরা কতটা বিচারপর হয়ে গুরুদেবের শিক্ষা গ্রহণ করে আচরণশীল জীবন গঠনে ব্রতী হয়েছি। তিনি তবেই না সুখী হবেন, যদি দেখেন তিনি জগৎ জীবের জন্য যে সম্পদ রেখে গেছেন আমরা তার সঠিক মূল্যায়ণ করে তাঁর অভীপ্সিত রাস্তায় এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি— তিনি অলক্ষ্যে থেকেই আমাদের চিদ্‌বল সঞ্চার করবেন অবশ্য-অবশ্যই।

জগতের পিতা-মাতা সন্তানদের জন্য যে সম্পদ রেখে যান তা অনিত্য, যেকোনো দৈব-দুর্বিপাকে তা নিমেষে শেষ হয়ে যেতে পারে, আর তা শুধু নিজ সন্তানদের মধ্যে সীমিত থাকে কিন্তু মহাজনগণ যা দান করেন তা জগৎ জীবের সকলের মঙ্গলের জন্য।

"আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর
নিজপর নাহি সবারে দেয় ক্রোর ॥"

মহাপ্রভুর গুণে নিজে মত্ত থেকেছেন, আর সেই প্রেম সুখে জগতকে মত্ত করতে চেয়েছেন—তিনি আমাদের আশ্রয় দাতা গুরুদেব—এ মহাভাগ্যের ফল।

ভজন জীবনে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি direct যে সব উপদেশ করেছেন তার কিছু স্মরণ করে গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা করছি, এই বাক্য পালন করবার ক্ষমতা কতটা আছে জানি না কিন্তু জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্যন্ত যেন এই সব বাণী স্মৃতি পথে থাকে, যাতে মনে হয় গুরুদেব আমাকে সুন্দর রূপে পালন করে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু অনর্থের প্রাবল্যে আমি ঠিক আচরণ গঠন করতে পারি নাই—এটা আমার অযোগ্যতা আমার সেবা বিমুখতার পরিচয়।

১) তিনি একসময় বলেছিলেন, "এখানে কেউ চিরকাল থাকবার জন্য আসে নাই। ভগবানের কোনো না কোনো নিয়মের দ্বারা তারা আবার ভগবৎ রাজ্যে ফিরে যাবে"—এটা আমাদের প্রতি বড় আশার কথা।

২) একবার আমি অন্যদের সঙ্গে একটু গল্প করে, পরে গুরুদেবের কাছে গেলে তিনি বললেন, এক মুহূর্ত্ত ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া হলেই মায়া চেপে ধরবে।

৩) কোনো প্রয়োজনে একবার শ্রীল গুরুদেবকে ফোন করেছিলাম। তিনি কিছু স্বল্প কথায় উত্তর দিয়ে এরকম উপদেশ করলেন যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে।

"কৃপা করি মোরে অনুগ্রহ কর নাথ।
যেন সিংহ ভাগ নহে শৃগালের সাথ ॥"

চৈতন্য ভাগবতে এত কথা থাকতে হঠাৎ এই দুটা লাইন বললেন। মানে জগতের প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে পড়ে যেন নিজ স্বরূপ বিস্মৃত না হই।

৪) একবার একটা অনুষ্ঠানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান বিষয়ে কিছু কথা বলবার সুযোগ এসেছিল। সে সময় বৈষ্ণবগণ খুব খুশী হয়ে আমাকে অনেক স্নেহ দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। পরে, গুরুদেবের কাছে এসে প্রণাম করতে তিনি বললেন—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥"

(চৈঃচঃ ম।২২।১০৭)

শিক্ষা দিলেন, শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত পরিমার্জিত হলে

শুদ্ধচিত্তে ভগবৎ ভজন সম্ভব।

৫) একসময়, বৃন্দাবন ধামে গুরুদেবের ভজন কুটীরে গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেছি আর মনে মনে ভাবছি আজ বৈষ্ণবগণ চলে গেলেন, কে ভাগবত কথা বলবে, সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব ভাগবতের একটা শ্লোক অতি সুন্দর ভাবে কীর্ত্তন করলেন—

''তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥''

(ভাঃ ১০। ১৪।৮)

নিজকৃত কর্মফলে জীবনে যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন তাকে ভগবানের অনুকম্পা বলে মেনে নিয়ে যে হৃদয় বাক্য দেহ দিয়ে ভগবানে শরণাগত থাকে সেই ভক্তিলাভের অধিকারী।

এভাবে প্রতি পদে পদে, অন্তর্যামী সূত্রে হৃদয়ের কথা জেনে নিয়ে শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা সমস্ত সংশয় ছেদন করে অমৃতময় বাণী শুনিয়ে যিনি আমাদের চিত্তকে সর্বদাই উল্লসিত করেছেন সেই গুরুপাদ পদ্মের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলাম। তাই আজ বার বার সেই কথাই স্মৃতি পটে এসে নেত্রকে অশ্রুপ্লাবিত করছে—

''সব ধন ছিল মোর যবে প্রভু ছিল।
পরাণ উজারি তিঁহ আজ কোথা গেলা ॥''

প্রচার প্রসঙ্গ

(শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের রাণীগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী ও লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রচার)

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ গত ২৬-০৯-২০১৯ কলকাতা গৌড়ীয় মঠ হতে রাণীগঞ্জ-এ সুকান্ত পল্লীতে মিশনের ভক্ত শ্রীবিজয় প্রভুর বাস ভবনে শুভ বিজয় করেন। তথায় গুরুদেবকে আরতি ও ফুলমাল্য দিয়ে বরণ করা হয়। সঙ্গে ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, শ্রীপ্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী, সুন্দরানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, প্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী, দুর্বাদল শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী। বৈকাল তিন ঘটিকায় শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুর উপস্থিত গৃহস্থ ভক্তদের নিয়ে ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করেন। বৈকাল ৫ঘটিকায় আয়োজিত আলোচনা সভায় সর্বপ্রথম বন্দনা ও ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তনাবলী দ্বারা সূচিত হয়। শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ সর্বপ্রথম মহাভারত হতে ''কিম্ আশ্চর্য্যমতপরম'' শ্লোকের দ্বারা সংসারে আশ্চর্য্যকর ঘটনা প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেন। সবশেষে শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমদ ভাগবতের 'জীবস্ব যঃ সংসরতঃ' শ্লোক অবলম্বনে 'হরিভজনই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য' ব্যাখ্যা করেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনে ধ্বনিতে উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ আদি সকল ভক্তবৃন্দ দুই হাত তুলে নৃত্যগীত করতে থাকেন এবং প্রায় ১৫০ জন ভক্তদের প্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

২৭-০৯-২০১৯ তারিখে শ্রীল গুরুদেব রাণীগঞ্জ হতে পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিকাল ৫টায় শুভ বিজয় করেন। তথায় সন্ধ্যায় শ্রীল গুরুদেব হরিকথা পরিবেশন করেন।

২৮-০৯-২০১৯ বিকালে জয়বন্দনা অন্তে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ''দশমূল শিক্ষার'' বিভিন্ন শ্লোক ব্যাখ্যা করেন শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুর।

২৯-০৯-২০১৯ গুরু আরতী অন্তে সন্ধ্যায় বৈঠকী কীর্ত্তন হয় পরে শ্রীল গুরুদেব বলেন—''গৌড়ীয় মঠ শ্রেষ্ঠ ভজন স্থল, বিকালে দশমূল শিক্ষার বিভিন্ন শ্লোক আলোচিত হয়।

০১-১০-২০১৯ সকালে শ্রীল গুরুদেবের আরতি ও বৈঠকী কীর্ত্তন অন্তে শ্রীল গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভজনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হরিকথা পরিবেশন করেন। সকাল ১০টা-১২টায় গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তথা মঠরক্ষক শ্রীভক্তিসার রসরাজ মহারাজ গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর উপস্থিত সকল ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। দুপুরে সকলকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

০২-১০-২০১৯ সকালে পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হতে বারাণসী শ্রী সনাতন গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি সহ বহুভক্ত শ্রীল গুরুদেবের অভ্যর্থনা ও আরতি করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ হরিকথা প্রসঙ্গে বলেন—

লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয় মঠে 'গৌড়ীয় দর্শন' ক্লাস নিচ্ছেন শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

''চিন্তালোকে সুখং শরদ্রু স্বর্গসম্পদম্।
প্রযচ্ছতি গুরুপ্রীতো বৈকুণ্ঠম যোগিদুর্ল্লভম্ ॥
(পদ্মপূরাণ)

এই শ্লোক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন, অন্তে শ্রীল গুরুদেব তাঁকে ঘিরে ভক্তদের উল্লাস অনুভব করে আনন্দ অনুভব করেন। তিনি বলেন ''তাঁর গুরুত্ব নেই কিন্তু লঘুত্ব আছে গুরুবর্গের সেবা করে গুরুর নিকট পৌঁছালেন।'' কৃষ্ণ যেমন নিজ গুণকথা শ্রবণ করে আনন্দিত হন তেমনই শ্রীগুরুদেব নিজ গুণের কথা শ্রবণ করে আনন্দ অনুভব করেন। বিকালে গুরুবর্গের জয়ধ্বনি ও কীর্ত্তন অন্তে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র হতে শ্রীল প্রভুপাদ গুণমহিমা কীর্ত্তন করা হয়।

০৩-১০-২০১৯ সকালে গুরুবর্গের আরতি অন্তে বৈঠকী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তনাবলীর অন্তর্গত কীর্ত্তনের পর শরণাগতি বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

''তোমার সংসারে আমি বিষয়ী প্রহরী ॥
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

বিকালে 'জয়বন্দনা' হতে গুরুবর্গের প্রণাম মন্ত্রের সারগ্রাহী ব্যাখ্যা করেন।

০৪-১০-২০১৯ সকালে গুরুআরতী বৈঠকী কীর্ত্তন অন্তে শ্রীল গুরুদেব বলেন—''সন্ন্যাসী হই বা ব্রহ্মচারী হই আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত যেন ভক্তিজীবন দৃঢ় ভাবে হয়।'' সকালে জয়বন্দনা আরতি পরিক্রমা আদি হয় এবং বেলা ১০টা হতে ১২।৩০ পর্যন্ত গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অন্তে সকল ভক্তগণকে প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

০৫-১০-২০১৯ সকালে রওনা হয়ে শ্রীল গুরুদেব লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। বিকাল ৫টায় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। অন্তে শ্রীল গুরুদেব 'জয়বন্দনা' হতে গুরুবর্গের প্রণাম মন্ত্রের অর্থ বর্ণন করেন।

গত ৭-১৩ই অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপী লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ''গৌড়ীয় দর্শন'' সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী পারমার্থিক ক্লাস করান। প্রতিদিন প্রায় ১০০ জন ভক্ত সমাবেশ হতো। উক্ত ক্লাসের বিষয়বস্তু ভক্তিপত্রে ক্রমশ প্রকাশিত হবো।

ভ্রম সংশোধন

২০১৯, অক্টোবর মাসের শ্রীভক্তিপত্রে ৬ পৃষ্ঠায় প্রথমে Heading এর নীচে Line -এ ''শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রথম (৬০)তম শুভ আবির্ভাব তিথি পূজা বাসরে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ'' এর স্থানে ''শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রদত্ত ভাষণ'' পড়িতে হইবে। ১৪ পৃষ্ঠায় ''ভগবৎ স্মৃতিময় জীবন গঠনই ব্রজের মুখ্য উদ্দেশ্য'' 'ব্রজের' স্থানে 'ব্রতের' হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **১৩ই ফাল্গুন, ১৪২৬ (২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২০) বুধবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (১০ই মার্চ, ২০২০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা,** শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **২৫শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৯ই মার্চ, ২০২০) সোমবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব পঞ্জী

১৩ই ফাল্গুন, ১৪২৬ (২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২০) বুধবার হইতে
১৯শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৩রা মার্চ, ২০২০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা কীর্ত্তন।

১৯শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৩রা মার্চ, ২০২০) মঙ্গলবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব।

২০ ফাল্গুন, ১৪২৬ (৪ঠা মার্চ, ২০২০) বুধবার পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ।

● সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা।

২১শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৫ই মার্চ, ২০২০) বৃহস্পতিবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ।

● কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ ● প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) ● শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি ● রাহুতপুর ● চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির ● সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা।

২২শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৬ই মার্চ, ২০২০) শুক্রবার পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ।

● গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা। **শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।**

২৩শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৭ই মার্চ, ২০২০) শনিবার পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

● জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান ● মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ● সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট ● শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন। **দিবা ৯।২৯ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

২৪শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৮ই মার্চ, ২০২০) রবিবার পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) **পরিক্রমণ**

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির ● শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ● শ্রীবাসাঙ্গন ● অদ্বৈতভবন ● শ্রীমুরারিগুপ্তভবন ● শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ● শ্রীচৈতন্যমঠ ● শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি ● শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি ● বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

২৫শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (৯ই মার্চ, ২০২০) সোমবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস ● পূর্ণিমা অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** ● ভক্ত সম্মেলন ● শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা ● শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ ● প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

২৬শে ফাল্গুন, ১৪২৬ (১০ই মার্চ, ২০২০) সোমবার

দিবা ৯।৪৯ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।

মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

-ঃ নিবেদন ঃ-

যাঁহারা পরিক্রমা অধিবাসের দুই-তিনদিন পূর্বে অথবা গৌরকথা সময় হইতে গোদ্রুমে আসিবেন তাঁহাদের সেবানুকূল্য অধিক দিতে হইবে।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/11/2019

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003.
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিরত্ন (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩) আমার প্রভুর কথা ১৪) গোলোকের পথে ১৫) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ১৬) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ)। হিন্দি (১) কিরতোলা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতের্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও কার্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org